Dr. Dipu Moni M.P.
Minister
Ministry of Education
Government of the People's Republic
of Bangladesh

ডা. দীপু মনি এম.পি.
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সালাম ও শুভেচ্ছা নিবেন।

আপনি অবগত আছেন যে, আগামী বছর ২০২০ সালে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপিত হবে । জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের মত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সারা দেশে শিক্ষার প্রসারে যেসকল গুণী মহৎপ্রাণ ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন কিংবা আপনার এলাকায় শিক্ষা ক্ষেত্রে অনন্য সাধারণ উদাহরণ তৈরি করেছেন, সেসকল ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগকে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সেসকল ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গকে বিশেষভাবে সম্মানিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

আপনার জেলা/ উপজেলায় শিক্ষার প্রসারে যেসকল ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ বিশেষ অবদান রেখেছেন, (উদাহরণ হিসেবে পেপার কাটিং সংযুক্ত করা হলো) সেসকল ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিস্তারিত তথ্য, ছবি ও অন্যান্য প্রমানাদি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আগামী ২০ ডিসেম্বর, ২০১৯ এর মধ্যে প্রেরণ করার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

(ডা. দীপু মনি, এমপি)

প্রাপক:

১) জেলা প্রশাসক (সকল)।

২) জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (সকল)।

প্রথম আলো

চা বিক্রি করে স্থাপন করা খালেকের বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত হলো

নিজস্ব প্রতিবেদক, কুমিল্লা

০২ নভেম্বর ২০১৯, ১৩ :০৪
আপডেট : ১১ নভেম্বর ২০১৯, ১২ :৪৫

কুমিল্লার বরুড়া উপজেলার নলুয়া চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন চা বিক্রেতা আবদুল খালেক। ছবিটি গত বৃহস্পতিবার সকালে তোলা। ছবি : প্রথম আলো

ষাটের দশকে চা বিক্রি করে ৭ হাজার টাকা জমিয়ে ৫২ শতক জমি কেনেন আবদুল খালেক। এরপর ওই জমি বিদ্যালয়ের জন্য দান করেন। গত সপ্তাহে তাঁর স্বপ্নের বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত হয়। এ খবর পেয়ে খালেক (৯১) আনন্দে আত্মহারা।

কুমিল্লার বরুড়া উপজেলার নলুয়া চাঁদপুর গ্রামে ওই বিদ্যালয়ের অবস্থান। বিদ্যালয়ের নাম নলুয়া চাঁদপুর উচ্চবিদ্যালয়।

বিজ্ঞাপন

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৭ সালের ১ জানুয়ারি নলুয়া চাঁদপুর উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে ছয়জন শিক্ষক ও কর্মচারী দুজন রয়েছেন। এর বাইরে খণ্ডকালীন শিক্ষক আছেন চারজন। শিক্ষার্থী আছে ৪৩৭ জন। বিদ্যালয়ে বর্তমানে জায়গার পরিমাণ ৯৩ দশমিক ৫০ শতক। বিদ্যালয়ের টিনশেডের ঘরটি জরাজীর্ণ। তবে নতুন করে একটি চারতলা ও একটি একতলা ভবন হবে বলে শিক্ষকেরা জানিয়েছেন।

গত বৃহস্পতিবার সকালে সরেজমিনে দেখা গেছে, আবদুল খালেক লাঠিতে ভর করে শিক্ষক মিলনায়তনে আসছেন। তাঁর পেছনে একদল খুদে শিক্ষার্থী। শিক্ষকেরা তাঁকে এগিয়ে আনেন।

এমপিওভুক্তির প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে আবদুল খালেক বলেন, 'এই এলাকা শিক্ষাদীক্ষায় মেঘাচ্ছন্ন ছিল। আমি শিক্ষার আলো ছড়াতে জমি দিয়েছি। কেবল আমি নই, পুরো এলাকাবাসী এমপিওভুক্তিতে খুশি। আমি এই এলাকার ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছাতে পেরেছি। এটাই আমার সার্থকতা।'

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার গল্প শোনান আবদুল খালেক। তিনি বলেন, 'এই গ্রামের অধিকাংশ মানুষ অশিক্ষায় নিমজ্জিত। মানুষের মধ্যে কিছুটা কুসংস্কারও রয়েছে। এর মধ্যেও এলাকার হাতে গোনা কয়েকজন শিক্ষিত তরুণ বিএ পাস করেছে। গ্রামের মানুষজন ওদের নাম বিকৃত করে উচ্চারণ করত। বিষয়টি আমার মতো একজন নগণ্য চা-দোকানদারের মনে দাগ কাটে। চা বানাতে গিয়ে একদিন প্রতিজ্ঞা করলাম, গ্রামের মানুষদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাদের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। এই ভাবনা থেকেই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিই। তাই তো, নিজের কেনা ৫২ শতক জমি বিলিয়ে দিই প্রতিষ্ঠানের জন্য। এখন আমার ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শত শত শিক্ষার্থী। প্রতিদিন বিদ্যালয়ের সামনে বসে চা বানাই, আর শিক্ষার্থীদের হই-হুল্লোড় দেখি। এসব দেখে পরান জুড়িয়ে যায়। মনে শান্তি পাই।

ঝেমধ্যে শিক্ষার্থীরা আমার সঙ্গে দুষ্টামি করে। আ… স্ত্রী, সন্তান না থাকায় ওদেরই আমার সন্তান এবং

দেখে যাওয়া। সেটি দেখেছি। এখন চাই একদিন এখানে কলেজ হবে।'
নলুয়া চাঁদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. ফখরুদ্দিন বলেন, 'তিনি (আবদুল খালেক) আমার বাবার সহপাঠী ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি তিনি শুদ্ধ বাংলায় কথা বলেন। তাঁর অবদান এলাকাবাসী সারা জীবন মনে রাখবে।'

নলুয়া চাঁদপুর গ্রামের বাসিন্দা মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম বলেন, আবদুল খালেক সরলমনা ও উদার মানসিকতার লোক।

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আবদুল মজিদ বলেন, আবদুল খালেকের ত্যাগ এলাকাবাসী মনে রাখবে। তাঁর মতো শিক্ষাবান্ধব লোক প্রতি এলাকায় থাকা দরকার।

২০১১ সালে আবদুল খালেককে নিয়ে *প্রথম আলো*তে শনিবারের বিশেষ প্রতিবেদন ও ২০১২ সালে *প্রথম আলোর* প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে একটি নিবন্ধ ছাপা হয়।

© স্বত্ব প্রথম আলো ১৯৯৮ - ২০১৯
সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০-২১ কারওয়ান বাজার , ঢাকা ১২১৫

ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১, ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১ ইমেইল : info@prothomalo.com